**উপস্থিত:**

**জনাব বিচারপতি মোঃ নুরুজ্জামান**

**-এবং-**

**জনাব বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান**

**এফ.এ.নং. ৫২/২০১৩**

**এই ক্ষেত্রে:**

শ্রী ভুবন চন্দ্র সুত্রধর এবং অন্যান্য

.....অ্যাপিলেন্টস

-বনাম-

মোঃ আফরোজ আফগান চৌধুরী এবং অন্যান্য

.....অ্যাপিলেন্টসদের পক্ষে

জনাব মোঃ সাখাওয়াত হুসেন খান, আইনজীবী

..... রেসপনডেন্টসদের পক্ষে

**রায়: ১১.০৭.২০১৮.**

**বিচারপতি জনাব মো: খসরুজ্জামান:**

বর্তমান আপিলটি বাদী-আপিলকারীগণ বিজ্ঞ জেলা জজ, ১ম আদালত, হবিগঞ্জ কর্তৃক ২০১২ সালের টাইটেল স্যুট নং ৬৮-এ ২১.০১.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে দায়ের করেন, যেখানে আরজি বাতিলের আবেদনটি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং মামলাটি খারিজ করা হয়েছিল।

আপিলকারীগণ বাদী হয়ে ২০১২ সারের ৬৮ নং টাইটেল স্যুটটি যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালত, হবিগঞ্জে এই মামলার রেসপনডেন্টসগণকে বিবাদী করে দায়ের করেছিলেন, যেখানে স্বত্ব ঘোষণার, দখল নিশ্চিতকরণ এবং

যে জমিটি নিয়ে মামলা, সেটি থেকে বিবাদীগণ কর্তৃক বাদীদের উচ্ছেদে বাধা প্রদানের এবং বিবাদীগণ কর্তৃক অন্যত্র জমিটি হস্তান্তর নিরোধের আবেদন করা হয়েছিল।

সংক্ষেপে বাদীদের মামলাটি নিম্নরূপ:

মামলার জমিটির মূল মালিক ছিলেন শ্রী বাবু অখিল চন্দ্র শর্মা তরফদার এবং বাদীগণের পূর্বসূরি শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার সূত্রধর ছিলেন মিরাশদারের অধীনে একজন ভাড়াটে এবং তিনি ৫১৩ ও ৫১৮ নং প্লটে বাড়ি নির্মাণ করে এবং ৫১৪ নং প্লটে পুকুর খনন কওে মামলার জমির দখলে ছিলেন। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ প্রণয়নের ফলে শ্রী বাবু অখির চন্দ্র শর্মা তরফদারের জমির স্বত্ব নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার সূত্রধর জমির মালিক হয়েছেন। ব্রজেন্দ্র কুমার সূত্রধর স্ত্রী ও ৩ (তিন) জন নাবালক পুত্র রেখে মারা যান এবং তারপরে তার স্ত্রী তথা মাতঙ্গা রানী সূত্রধর বর্তমান বাদীগণকে উত্তরাধিকারী রেখে মারা যান। ২০০৫ সালে আর.এস. খতিয়ান এর সময়কালে বর্তমান বাদীগণ জানতে পারে যে এস. এ. খতিয়ান তাদের নামে প্রস্তুত করা হয়নি, বরং প্লট নং ৩১২, ৩২৪ এবং ৫১৭ এর জমিগুলি আফতাব উদ্দিন চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির নামে রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্লট নং ৫১৯ ও ৫২০-এর জমিগুলো ব্যতীত তফসিলে বর্ণিত বিভিন্ন প্লটের অন্যান্য জমিগুলো যৌথভাবে আফতাব উদ্দিন এবং তার পিতার নামে রেকর্ড করা হয়েছে। কিন্তু জমির মূল মালিক ব্রজেন্দ্র কুমার সূত্রধর বলেছিলেন যে, আফতাব উদ্দিন নামক ব্যক্তি রেকর্ড অফিসের অসাধু কর্মচারীদের সহায়তায় তাদের বাবার নামের পরিবর্তে তার নাম রেকর্ড করেন। এস. এ. খতিয়ান প্রস্তুতের সময়কাওে জরিপ কর্মকর্তারা আফতার উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন এবং সর্বশেষ আর. এস. রেকর্ড, প্রস্তুতের সময়ও তারা একই বাড়িতে অবস্থান করেন। এটার সুযোগ নিয়ে আফতাব উদ্দিন জরিপ কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে অবৈধভাবে খতিয়ানে নিজের নাম নথিভুক্ত করেন। ১৫.০১.২০০৫ তারিখে বাদীগণ কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে আফতাব উদ্দিন চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে জমির ভুল রেকর্ডের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং সকলের অনুরোধে আফতাব উদ্দিন চৌধুরী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সম্মত হন যে তিনি সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন এবং এর খরচাবাবদ বাদীগণকে তাকে ৮,০০০ টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং বাদীরা তাকে উক্ত টাকা দিতে সম্মত হন। তদনুসারে, ১৭.০১.২০০৫ তারিখে বাদীরা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আফতাব উদ্দিন চৌধুরীকে ৮,০০০.০০ টাকা প্রদান করলেও তিনি আর.এস. খতিয়ান সংশোধনের কোনো পদক্ষেপ নেননি। তারপরে ১১.১০.২০০৫ তারিখে তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসাবে বিবাদী নং-১ কে রেখে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন এবং বাদীরা তাকে তার পিতার নামে জমিন ভুল রেকর্ড সংশোধন করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু বিবাদী নং-১ তা করতে অস্বীকৃতি জানান। অধিকন্তু, ২৭.৭.২০১২ তারিখে বিবাদী নং-১, ৫-৭ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বাদীদেরকে মামলার জমি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেয় এবং তারা জমিটি

হস্তান্তর করে দিবে, এই আশঙ্কায় বাদীগণ বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নম্বরযুক্ত মামলাটি দায়ের করতে বাধ্য হন।

বাদীগণ ০২.০৮.২০১২ তারিখে বিবাদী নং-১, ৫-৭-এর বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৫১ এর সাথে পঠিতব্য ৩৯ নং আদেশের ১ এবং ২ নং রুল এর অধীনে একটি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন দাখিল করেন। বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত বিবাদীগণ বরাবর কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করা হবে না এ মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য সমন জারি করেন। সমন প্রাপ্তির পর বিবাদী নং-১ আদালতে হাজির হয়ে লিখিত বক্তব্য ও লিখিত আপত্তি দাখিলের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। বিবাদী নং-১, ০৫.০৯.২০১২ তারিখে দেওয়ানি কার্যবিধির ৭ নং আদেশের ১১ (বি) রুলের অধীনে আরজি প্রত্যাখ্যানের একটি আবেদন দাখিল করেন, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটা বলা হয়ে যে, বাদীগণ জমির মূল্য মাত্র ৫,২৫,০০০/- টাকা দেখিয়ে স্বত্ব ঘোষণার মামলাটি দায়ের করেছেন, কিন্তু সর্বশেষ বাজারমূল্য নির্ধারন নীতিমালা, ২০১০ অনুযায়ী জমিটির প্রকৃত মূল্য ২০,০০,০০০- (বিশ লক্ষ) টাকার চেয়ে অনেক বেশি হবে, তদনুসারে, অ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি এবং স্ট্যাম্প-পেপারস জমা দেওয়ার জন্য একটি নির্দেশনা প্রার্থনা করা হয়।

বাদীগণ দেওয়ানি কার্যবিধির ৭ নং আদেশের ১১ নং রুলের অধীনে বিবাদীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দাখিল করেন, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটা বলা হয় যে বিবাদীগণ কর্তৃক এরূপ আবেদন দাখিলের কোনো কারণ উদ্ভব হয়নি এবং তাদের এরূপ আবেদন দাখিলের কোনো লোকাস স্ট্যান্ডি নেই এবং তাদের আবেদনটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে দাখিলকৃত, কেননা বিচারক যদি মনে করেন যে মামলার মূল্যমান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয় নি, তবে তিনি যথাযথ কোর্ট ফি প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে তারা অ্যাড ভেলোরেম কোর্ট ফি প্রদান করবেন এবং সেই অনুযায়ী উল্লিখিত আবেদন প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রার্থনা করবেন।

বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ১ম আদালত, হবিগঞ্জ ২৭.০১.২০১২ তারিখে জমির মূল্য ২০,০০০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করেন এবং সেই অনুযায়ী বাদীকে ২১.০১.২০১৩ তারিখের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেন। এরপর ২১.০১.২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি পরিশোধ না করায় মামলাটি খারিজ করে দেন।

উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে বাদীগণ এই আদালতে বর্তমান প্রথম আপিলটি দায়ের করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, অ্যাপিলেন্টসদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা না দেয়ার কারণে আরজি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহ এবং আদেশ ৭ রুল ১১ (বি)- এর বিধানসমূহ বাধ্যতামূলক নয়, বরং নির্দেশনামূলক, কেননা এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত ২১ দিনের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদান না করলে এর পরিণাম কী হবে তা বলা হয় নি। তার যুক্তির সমর্থনে তিনি Begum Sultana Mazid and others Vs, Syedul Islam, 10 MLD (AD) 186- তে রিপোর্টকৃত মামলাটির উদ্ধৃতি প্রদান করেন। তিনি আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ বাদীকে ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানের কোনো শর্ত না দিয়েই আরজি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে আইনগত ভুল করেছেন এবং কেবলমাত্র বাদীর বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজের এরূপ কোনো নির্দেশনা মেনে চলার ব্যর্থতার কারণে আরজিটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়।

অন্যদিকে, বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মো: সাখাওয়াত হুসেন খান, রেসপনডেন্টসদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রকৃতপক্ষে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭, রুল ১১ (বি) -তে একটি ফলাফলের কথা বলা হয়েছে, রুলটিতে বলা আছে যে বাদী যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প পেপারস জমা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে আরজি প্রত্যাখ্যান করা যাবে, বর্তমান মামলাটিতে বাদী-আপিলকারীগণ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নির্ধারিত সময় ২১ (একুশ) দিনের বেশী হবেনা। জনাব খান আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আইন ব্যতিক্রমী মামলায় ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানের ক্ষেত্রে আদালতের সময় বর্ধিত করার ক্ষমতা খর্ব করে নি, কিন্তু বাদীগণ একটি ব্যতিক্রমী মামলা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, বরং নির্ধারিত ২১ দিনের অতিরিক্ত সময় পাওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত কোর্ট ফি জমা দিতে ব্যর্থ হয়, যা তাদের গাফিলতিই প্রকাশ করে। আদেশ ৭, রুল ১১ (বি) উল্লেখ করে জনাব খান আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বাদী যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তবে এর পরিণতি কী হবে তা অনুবিধিতে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু রুল ১১ এর প্রথম বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিধি অনুসারে কিছু ক্ষেত্রে বাদীর ব্যর্থতার কারনে আরজি প্রত্যাখ্যান করা হবে। তার যুক্তির সমর্থনে তিনি 10 MLD (AD) 186- তে রিপোর্টকৃত সিদ্ধান্তটির উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন যে বাদীর আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই অনুযায়ী বিচারিক আদালত যথাযথভাবে আরজি প্রত্যাখ্যান করেছে যাতে এই আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনো কারন নেই। তার দাখিলের সমর্থনে তিনি Haji Md. Ishaque and others vs. Rupali Bank, 11 BLD 489-তে রিপোর্টকৃত মামলাটির উল্লেখ করেছেন।

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি, তর্কিত রায়, আপিলের মেমো এবং রেকর্ডভুক্ত অন্যান্য বিষয়গুলি পর্যবেক্ষন করেছি।

এখন বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্কসমূহ উপলব্ধি করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭, রুল ১১ (বি) উদ্ধৃত করা হলো।

১১. আরজি প্রত্যাখ্যান: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখ্যান করা হবে:

(ক).....

(খ) যেখানে আদালতের নিকট দাবিকৃত প্রতিকারের মূল্যমান কম নির্ধারণ করা হয় এবং বাদী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্যমান সংশোধন করতে ব্যর্থ হন।

(গ).....।

(ঘ).....।

তবে শর্ত থাকে যে মূল্য সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহের জন্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় একুশ দিনের বেশি হবে না।

দেখা যায় যে বিবাদী নং-১ দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৭, রুল ১১ (বি) অধীনে আরজি প্রত্যাখ্যানের একটি আবেদন করেন এই অভিযোগ করে যে আদালতের নিকট যে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে, তার মূল্যমান কম নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং বাদীগণ লিখিত আপত্তি দাখিল করে এই বিষয়টি অস্বীকার করে। বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ তাদের দাখিলকৃত নথিসমূহ বিবেচনা করে ২১.১০.২০১২ তারিখে মামলার সম্পত্তির মূল্যমান সংশোধন করেন এবং মামলার মূল্য ২০,০০,০০০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করেন এবং ২১.০১.২০১৩ তারিখের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি সরবরাহ করার জন্য বাদীগণকে নির্দেশ প্রদান করেন। ২১.০১.২০১৩ তারিখে বাদীগণ ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় প্রার্থনা করে একটি আবেদন দাখিল করেন, কিন্তু বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ উক্ত আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা না দেয়ার জন্য আরজি প্রত্যাখ্যান করেন।

কোর্ট ফি আইন, ১৮৭০-এর ধারা ৬ (২) অনুসারে, আদালত ঘাটতি কোর্ট ফি সহ একটি আরজি বা মেমোরেন্ডাম অফ আপীল গ্রহণ করতে পারে এই শর্তে যে ঘাটতি কোর্ট ফি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হবে, অন্যথায় আরজি বা মেমোরেন্ডাম অফ আপিল খারিজ করা হবে।

অধিকন্তু, দেওয়ানি কার্যবিধির ১৪৮ এবং ১৪৯ ধারায় বিধান করা হয়েছে যে আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে যেই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পূর্ণ বা ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদেয়, তাকে একই অর্থ প্রদানের অনুমতি প্রদান করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে এটা ধরে নেয়া হবে যে কোর্ট ফি শুরুতেই প্রদান করা হয়েছিল এবং আদালতের কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য যে সময় নির্ধারণ বা মঞ্জুর করা হয়েছিল, তা অতিবাহিত হওয়ার পরেও সময় বর্ধিত করার এখতিয়ার রয়েছে।

এই বিষয়ে আমাদের আর বেশি আলোচনা করার দরকার নেই কেননা আমাদের আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক 10 MLD (AD) 186-তে রিপোর্টকৃত সিদ্ধান্তটি সুনিশ্চিত করেছে, যেখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানের জন্য ২১ দিনের যে বিধিবদ্ধ সময়সীমা তা বাধ্যতামূলক নয়, বরং নির্দেশনামূলক প্রকৃতির, কারণ বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ফলাফল কী হবে তা আইনে বলা হয় নি।

যেহেতু, আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যে ২১ দিনের মধ্যে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহ করতে ব্যর্থতার কোনো ফলাফল আইনে বলা নেই, সেহেতু আমরা মনে করি যে আইনে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহ করার যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তা বাধ্যতামূলক নয়, বরং নির্দেশনামূলক প্রকৃতির।

সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোনো বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধঃস্তন সকল আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।"

সুতরাং, সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিল বিভাগের রায়টিতে উপরে উল্লিখিত আইনগত প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা আইন হিসেবে বাধ্যতামূলক।

আমরা শ্রদ্ধার সাথে আপীল বিভাগ কর্তৃক বিবৃত উপরোক্ত র‍্যাটিও ডিসাইডেনডির সাথে একমত পোষণ করছি। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র একাডেমিক উদ্দেশ্যে আদেশ ৭, রুল ১১ (বি) এর বিধি ও অনুবিধিসমূহ নিয়ে

আলোচনা করতে পারি। আদেশ ৭ এর রুল ১১ (বি) এর অধীনে একটি আরজি শুধুমাত্র তখনই প্রত্যাখ্যান করা হবে যখন বাদী আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দিতে ব্যর্থ হয়। উল্লিখিত বিধিটির অনুবিধিতে বলা হয়েছে যে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহের জন্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা একুশ দিনের বেশি হবে না। এই অনুবিধিটি ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ নং ৪৮-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহের জন্য আদালত কতটুকু সময় দিবে তা নির্ধারন করা হয়। এটি স্বীকৃত যে অনুবিধিতে বাদী যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তবে এর পরিণতি কী হবে তা বলা নেই, তবে রুল ১১ এর প্রথম বাক্যে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখ্যান করা হবে; এবং এরপরে ১১ (এ), (বি), (সি), (ডি), এবং (ই) বিধিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং তারপরে ১৯৮৩ সালে অনুবিধিটি যুক্ত করা হয়েছে। আমরা এটাও বিবেচনা করেছি যে যদি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলার মূল্যমান সংশোধন বা প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প-পেপারস জমা না দেওয়ার কারণে বাদীর আরজি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি বাদীর বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত কঠোর সিদ্ধান্ত হবে এবং বাদী অন মেরিটে মামলাটির বিচার হতে এবং তার আইনগত দাবি হতে বঞ্চিত হবে । মামলার মূল্যমান সংশোধন এবং ঘাটতি কোর্ট ফি সরবরাহের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং ইচ্ছাকৃত বিলম্ব যাতে না ঘটে, সেজন্য একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই অনুবিধিটি রুলের সাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক ঘটনা এবং আইনের বিধানসমূহ এবং আমাদের উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, যা 10 MLD (AD) 186-তে রিপোর্টকৃত, বিবেচনা করে আমরা বর্তমান আপিলটির বৈধতা খুঁজে পাই।

ফলস্বরূপ, খরচের আদেশ ছাড়াই আপিলটি মঞ্জুর করা হলো।

মামলাটি তার মূল ফাইল এবং নম্বরে পুনরুদ্ধার করা হলো। মামলার বাদীদের এই রায় প্রাপ্তির তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে ঘাটতি কোর্ট ফি জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আদেশটি অবগতকরণের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

**বিচারপতি মো. নুরুজ্জামান:**

আমি একমত পোষণ করছি।

## দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায়  এই রায়টির অনুবাদ করা হলো বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালত প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।